গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব এ. এম. বদরুদ্দোজা
সচিব

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৭.০৯.২০১৬ খ্রিঃ সকাল ১০-৩০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে আগস্ট, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়। আগস্ট, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যপত্র অনুসরণেও বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**(ক) বোরো ধান মিলিং-২০১৬** সভায় পর্যালোচনা হয় যে, প্রথম বারের মত সর্বোচ্চ ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৭ (সাত) লাখ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগৃহীত ৬.৭০ লাখ মেট্রিক টন ধানের মধ্যে ২২.০৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫.৮২ লাখ মেট্রিক টন ধান মিলিং করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলিত চালের পরিমাণ ৩.৪৮ লাখ মেট্রিক টন। প্রাপ্য চালের পরিমাণ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন। অবশিষ্ট ০.৮৮ লাখ মেট্রিক টন ধান দ্রুত মিলিং করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। **(খ) সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহ** সভায় আলোচনা হয় যে, সিদ্ধ চাল সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা ১.০০ লাখ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫,৫২,৪৮০ মেট্রিক টন সিদ্ধ এবং ৬৪,১৮৫ মেট্রিক টন আতপ চালের জন্য মিলারগণের সাথে চুক্তি করা হয়। চুক্তির বিপরীতে ২৫.০৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৩,৭৪,৬৩৯ মেট্রিক টন সিদ্ধ ও ৫১,৬৭৩ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে। Repeat order এর মাধ্যমে বর্ধিত সংগ্রহ মেয়াদে অবশিষ্ট চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় আশ্বস্ত করা	(১) অবশিষ্ট ধান দ্রুত মিলিং সম্পন্ন করতে হবে। (২) নির্ধারিত মেয়াদে অবশিষ্ট পরিমাণ সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।		
২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, সংশোধিত বাজেটে গম আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ৫.০০ লাখ মেট্রিক টন। বিগত অর্থ বছরের চুক্তিপত্রের সাথে সমন্বয় করে ২টি চুক্তির বিপরীতে ১.০০ লাখ মেট্রিক টন গম বন্দরে পৌঁছেছে এবং খাদ্যশস্য ভর্তি জাহাজের গম খালাস করা হচ্ছে। গম সরবরাহে ব্যর্থ হওয়ায় ২টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পিজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন গম ক্রয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ বিবেচনাধীন রয়েছে। সভায় সালমা মমতাজ, যুগ্ম-সচিব এবং শিরীনা দেলহুর, উপ-সচিব বন্দরের বহিঃ নোঙ্গরে জাহাজে আগত গমের নমুনা সংগ্রহের জন্য ৩০.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জাহাজে গমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ৪ ঘন্টা দূরত্বের এ অভিযানে সরবরাহকারীর ব্যবস্থাপনায় ট্রলারে যাত্রায় নিরাপত্তার বিষয়টি সভায় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ভবিষ্যতে আউটার নোঙ্গরে যাওয়ার জন্য Ocean Going Turbo বা Tug Boat সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।	(১) বাজেট বরাদ্দ হতে গম আমদানির প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে। (২) বহিঃ নোঙ্গরে আগত জাহাজের গমের নমুনা সংগ্রহে নিরাপদ জলযানের ব্যবস্থা করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** OMS খাতে চাল বিক্রয় আপাততঃ স্থগিত আছে। **(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেটে গমের বরাদ্দ ৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২২.০৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ময়দাকলে বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ৪২,১৪৪ মেট্রিক টন। আনুপাতিক হারে ফলিত আটার পরিমাণ ৩২,৪০০ মেট্রিক টন। ঢাকা মহানগরসহ আশপাশের শ্রমঘন এলাকা এবং সকল মহানগর ও জেলা সদরে আটা বিক্রয় অব্যাহত আছে। এ যাবৎ বিক্রিত আটার পরিমাণ ৩০,২৫২ মেট্রিক টন। আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। **(গ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি** সভায় আলোচনা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে **'ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি'** শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির শ্লোগান **'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ'**। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৭.০৯.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় খাদ্যবান্ধব এ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। ১০ টাকা দরে প্রতিকেজি চাল পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে বিতরণ করা হবে। সভায় আরও জানানো হয় যে, গত	(১) যথাযথ নজরদারি রেখে আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বনসহ সময় বেঁধে দিয়ে দ্রুত তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবিবি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সং ও সরঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	২২.০৯.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশের ৩১.৫১ লাখ পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ যাবৎ নিয়োগকৃত ডিলারের সংখ্যা ৮,২৮৫ জন। উত্তোলিত প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন চালের মধ্যে এ যাবৎ ১১ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৪৮৫টি উপজেলার মধ্যে ৩৯১টিতে এ কর্মসূচি চালু হয়েছে।		
	খাদ্যবান্ধব এ কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের জন্য সচিব বিস্তারিত মতামত ও নির্দেশ প্রদান করেন। বিশেষভাবে উপকোরভোগী হত দরিদ্র পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং ডিলার নিয়োগে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বনসহ সময় বেঁধে দিয়ে দ্রুত তালিকা চূড়ান্ত করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তালিকা ও ডিলার নিয়োগ দ্রুততম সময়ে চূড়ান্ত করে সকল উপজেলার সকল ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব এ কর্মসূচি পুরোদমে চালু করার জন্যও সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	(২) তালিকা ও ডিলার নিয়োগ সম্পন্ন করে সকল উপজেলার সকল ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব এ কর্মসূচি পুরোদমে চালু করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(ঘ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল ও ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় তদারকি কমিটি গঠন		
	(১) সভায় আলোচনা হয় যে, ঢাকা মহানগরসহ সকল মহানগর ও জেলা সদরে ওএমএস খাতে দোকান ডিলারের মাধ্যমে আটা বিক্রয় অব্যাহত আছে। দোকানের মাধ্যমে আটা বিক্রয় কর্মসূচি দৃশ্যমান হয় না মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ওএমএস কর্মসূচির আটা বিক্রয় দৃশ্যমান করার জন্য দোকান ডিলারের পরিবর্তে অন্যান্য শর্তাদি অনুসরণ করে ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয়ের বিষয়ে সকলে মত পোষণ করেন।	(১) ওএমএস কর্মসূচির আটা দোকান ডিলারের পরিবর্তে ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয় করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
	(২) সভায় আলোচনা হয় যে, ওএমএস খাতে আটা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিসমূহের সফলতা নিশ্চিত করার জন্য সুদৃঢ় মনিটরিং সিষ্টেম থাকা দরকার। মনিটরিং সুসংহত করতে হলে পরিদর্শন ও তদারকি বৃদ্ধি করা দরকার। বিস্তারিত আলোচনা শেষে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে ঢাকা মহানগরে ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় কেন্দ্র আকষ্মিক ও নিয়মিত পরিদর্শন এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তদারকির জন্য জেলা বন্টনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	(২ মহানগর ও জেলা সদরে ওএমএস খাতে আটা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তদারকির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে জেলা বন্টন করে দিতে হবে	

	(ঙ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ** খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্যসূত্রে সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৬-২০১৭ চলতি অর্থ-বছরে টিআর, কাবিখা খাতে আপাততঃ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। ভিজিডি খাতে ৩.১৫ মেট্রিক টন চালের বিপরীতে প্রায় ৫০ হাজার, ভিজিএফ খাতে ৪.০০ মেট্রিক টনের মধ্যে ৯২ হাজার এবং জিআর খাতে ৮৮ হাজার মেট্রিক টন চালের বিপরীতে ৯১৫৬ মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং খাতে ২২,৫০০ মেট্রিক টন গম বরাদ্দের বিপরীতে কোন উত্তোলন করা হয়নি।	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	
৪. চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং	**চাল ও গমের বাজার মূল্যঃ** সভায় আলোচনা হয় যে, সারাদেশে চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছে। বর্তমানে (২৫.০৯.২০১৬ তারিখে) মোটা চালের খুচরা গড় বাজার দর প্রতিকেজি ৩৬-৩৭ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৩-২৫ টাকা। চালের বাজার দর বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে সভায় সকলে একমত প্রকাশ করেন। নিয়মিত বাজার দর মনিটরিংসহ চাল ও আটার হালনাগাদ মূল্য উপস্থাপনের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে এবং চাল ও আটার হালনাগাদ মূল্য উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত	**গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত** **(ক) গুদাম মেরামতঃ** ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে গুদাম মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের ২৮.৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মাসে ৬২টি লটে গুদাম ও অন্যান্য মেরামত কাজের জন্য টেন্ডার আহবান করে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাসে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়। ৬২টি লটে ৮০,৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার গুদাম মেরামত কাজ চলমান আছে। ০১.০৭.২০১৬ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদারকে NoA দেয়া হলেও এ কাজের অগ্রগতি মাত্র ৫০% হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ খাতের ৩০ কোটি টাকার মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের চুক্তিমূল্যের ২৫.৭৯ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট ৪ কোটি টাকা দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। তবে, ডিসেম্বরের পূর্বে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কাজের মূল্য পরিশোধ তথা অর্থ ব্যয় করা হলে সংশোধিত বাজেট-এ অর্থ বরাদ্দ করানো সম্ভব হবে, বিধায়, সে অনুযায়ী কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্নকরণে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। কাজের বাস্তব অগ্রগতি কতভাগ তা সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়। **(খ) গুদাম মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নঃ** ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও	(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন ও অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। (২) আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক ও পরিচালক

	আনুষঙ্গিক মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, Delegation of Financial Power-2015 অনুসরণে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ অঞ্চলভিত্তিক বিভাজনপূর্বক গুদাম মেরামতের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন নীতিমালা প্রক্রিয়াধীন আছে। দ্রুত নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়। **(গ) নতুন অফিস ভবন নির্মাণ** প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নরসিংদী, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল, এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। কাজের অগ্রগতি-৭৫.০৫%। এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নতুন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন ভবন নির্মাণ কাজের বিলম্বিত হওয়া এবং গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন নির্মাণের বিস্তারিত তথ্য না দেয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আগামী সভার পূর্বে সকল নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশ দেয় হয়।রাজস্ব খাতে গুদাম মেরামত, নতুন অফিস ভবন ও আনুসাংগিক অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে অক্টোবরের ১ম সপ্তাহে জরুরী সভা আহবানের জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিভাজন ও গুদাম মেরামতের নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (১) সকল নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নতুন নির্মাণ কাজের বিস্তারিত অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। (২) অক্টোবের, ২০১৬ মাসের ১ম সপ্তাহে গুদাম মেরামত এবং নতুন অফিস ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে জরুরী সভা করতে হবে	(আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর যুগ্ম-সচিব (সং ও সরবরাহ), উপ-সচিব (সরবরাহ-২), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং পরিচ্যালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ৪০০টি। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৭. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	**(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রচারণা** নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রচার কার্যক্রম এবং Surveillance অব্যাহত আছে মর্মে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন। কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে, ইতোমধ্যে প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৪ প্রকার স্টিকার, ৬ প্রকার পোস্টার ও ৩ প্রকার প্যাম্পলেট মুদ্রণ করে বিতরণ অব্যাহত আছে। জুন মাসে রংপুর বিভাগে, জুলাই মাসে ঢাকার কাওরান বাজারে ও বিয়াম মিলনায়তনে মোট ৩টি	(১) নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ Surveillance	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

	মত বিনিময় সভা/ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাইন্ডিং করা পোষ্টার খাদ্য মন্ত্রণালয়ে স্থাপন করা হয়েছে। প্রচার অব্যাহত রাখাসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং Surveillance অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। **(খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নতুন অফিস ভবন নির্মাণ** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় আরও জানান যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিস ভবন নির্মাণ জরুরী। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য ভবনের পিছনে নতুন ভবনে এবং খাদ্য অধিদপ্তরের তেজগাঁও সিএসডিতে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অফিস ভবন নির্মাণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে খাদ্য অধিদপ্তরের পিছনে বিদ্যমান খালি জায়গা বা তেজগাঁও সিএসডি'র খালি জায়গায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভবন কিংবা ভবন ও ল্যাব নির্মাণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সহায়তা করার জন্য সচিব খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও BFSA'র নবাগত চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	অব্যাহত রাখতে হবে। (১) খাদ্য অধিদপ্তরের পিছনে বিদ্যমান খালি জায়গা বা তেজগাঁও সিএসডি'র খালি জায়গায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভবন কিংবা ভবন ও ল্যাব নির্মাণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	(১) সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের APA বাস্তবায়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের APA গত ১৯.০৯.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর ও BFSA এর সাথে ২৯.০৬.২০১৬ তারিখে APA স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের APA সংশোধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত কার্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ Score অর্জন করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশ দেয়া হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কর্মকর্তাগণের মধ্যে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য সকলকে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। ২০১৫-২০১৬ APA পূনঃ মূল্যায়নের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	(১) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের APA'র কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে (২) APA লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সকলকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (৩) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের APA পূনঃ মূল্যায়নের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	APA বাস্তবায়ন টীম

৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	সভায় জানানো হয় যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনিটরিং সিট প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রশিক্ষণ কোর্সে শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের নতুন কর্মপরিকল্পনার চূড়ান্ত করে ২৮.০৭.২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটেও আপলোড করা হয়েছে।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৬-২০১৭ সালের Work Plan যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	সভায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে এগুলোর উপর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত আছে। উপ-সচিব (তদন্ত) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ে আগস্ট, ২০১৬ মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট অভিযোগের সংখ্যা-২০২, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-১১৫ এবং অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা-৭৭টি। অভিযোগ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য উপ-সচিব (তদন্ত)কে খাদ্য অধিদপ্তরে সভা আয়োজনসহ অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। (২) অভিযোগ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরে সভা করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	**(ক) অডিট সভাঃ** সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ তরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আগস্ট, ২০১৬ মাসে যুগ্ম-সচিব (অডিট) এবং উপ-সচিব (অডিট-৩) মোট ২টি সভা করেছেন। সভায় আলোচিত আপত্তির সংখ্যা (৩১+৪০) ৭১টি এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ (১৫+১২) ২৭টি। জুলাই-আগস্ট, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভা এবং আলোচিত ও সুপারিশকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত অডিটের সংখ্যা এবং ব্রডসিট জবাবের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ **(ক) অগ্রিম** প্রারম্ভিক আপত্তি.....২৮১৩টি মাসে সংযোজিত আপত্তি.....০০ টি মোট আপত্তি .....২৮১৩টি নিষ্পত্তিকৃত (জারিপত্র)আপত্তি.....১৩ টি অবশিষ্ট আপত্তি.....২৮০০টি ব্রডশিট জবাব.....৭০টি ত্রিপক্ষীয় সভা.....২টি আলোচিত আপত্তি.....৭১টি নিষ্পত্তির সুপারিশ.....২৭টি **(খ) খসড়া** প্রারম্ভিক আপত্তি .....৭৭০টি সংযোজিত আপত্তি..... ০০টি	পরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়

	মোট আপত্তি.....৭৭০টি নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি.....০০টি অবশিষ্ট আপত্তি.....৭৭০টি সভার সংখ্যাঃ ত্রিপক্ষীয় সভা.....০০টি আলোচিত আপত্তি.....০০টি নিষ্পত্তির সুপারিশ.....০০টি ব্রডশিট জবাব.....০৯টি **(গ) সংকলন** সংকলনভুক্ত আপত্তি.....৫৯৩টি সভার সংখ্যাঃ (ত্রি-পক্ষীয়).....০০টি আলোচিত আপত্তি.....০০টি নিষ্পত্তির সুপারিশ .....০০টি নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা.....০০টি ব্রডশিট জবাব.....০৮টি ২৯.০৯.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পি.এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।		১
১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অ-অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রণীত প্রশিক্ষণ সিডিউল অনুযায়ী আগস্ট, ২০১৬ মাস হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাস হতে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), যুগ্ম-সচিব (সমঃওসং), উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ	**(ক) শাখা পরিদর্শনঃ** জুলাই, ২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। **(খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ** সভায় জানানো হয় যে, শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য এ পর্যন্ত অভ্যঃ প্রশাঃ-১ শাখায় কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। শ্রেণিবিন্যস্ত নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিষ্পত্তি তথা বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রত্যেক অধিশাখা, শাখা প্রধানগণকে উইং প্রধানের মাধ্যমে প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করার জন্য সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি শ্রেণিবিন্যাসের বিষয়টি পূনঃ পর্যালোচনা করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করে। এছাড়া, নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়ার উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার	নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (১) প্রত্যেক শাখা/ অধিশাখা প্রধানকে উইং প্রধানের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামতসহ বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রশাঃ-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr><td></td><td>জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td><td>(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>১৪. আইন ও মামলা</td><td>খাদ্য অধিদপ্তরের মামলাঃ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মামলাসমূহ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত ও মামলা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চলমান মামলার সংখ্যা ১,১৪৪ টি, পরিবহণ ঠিকাদার কর্তৃক দায়েরকৃত রিট মামলা নং ৮৮৩৭/১৪ সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে । সিলেটের আম্বরখানা মৌজার খাদ্য বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত ৪৬ শতাংশ জমির (মটর গ্যারেজ) বিষয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেটকে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করার জন্য বলা হয়েছে । এ সংক্রান্ত মামলার আর্জির খসড়া কপি খাদ্য বিভাগের আইন উপদেষ্টার দপ্তর হতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সিলেটে প্রেরণ করা হয়েছে । বর্ণিত চিরস্থায়ী মামলা দায়েরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

<u>খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৭টি বিভাগের মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি, আগস্ট-২০১৬</u>

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিভাগের নাম</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>আলোচ্য মাসে মামলা দায়ের</th><th>আলোচ্য মাসের নিষ্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ঢাকা</td><td>৩৪৪</td><td>০২</td><td>১৪</td><td>৩৩০</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বরিশাল</td><td>৮১</td><td></td><td>০৪</td><td>৭৭</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>২২৬</td><td></td><td>০৫</td><td>২১৮</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>খুলনা</td><td>১৩০</td><td></td><td>০২</td><td>১২৮</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>রাজশাহী</td><td>১৯২</td><td></td><td>২২</td><td>১৭০</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>রংপুর</td><td>২১৩</td><td></td><td>১৪</td><td>১৯৯</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>সিলেট</td><td>২৬</td><td></td><td>০৪</td><td>২২</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট মামলা</td><td>১২০৯</td><td></td><td>৬৫</td><td>১১৪৪</td></tr>
</table></td><td>(১) মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগের পাশাপাশি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(২) খাদ্য বিভাগীয় দখলী জমি যেন বেহাত না হয় সে বিষয়ে তৎপর থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>(১) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।

(২) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।</td></tr>
<tr><td>১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়</td><td>প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভায় অনাদায়ী চালকলের নিকট সরকারি পাওনার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। আগস্ট, ২০১৬ মাসের তথ্য খাদ্য অধিদপ্তর সরবরাহ করতে না পারায় জুলাই-২০১৬ মাসে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরুপ উপস্থাপন করা হলোঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিভাগের নাম</th><th>জেলার সংখ্যা</th><th>অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা</th><th>দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ</th><th>বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ।</th><th>মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ</th><th>অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>রাজশাহী</td><td>০৫</td><td>৮০</td><td>১১,০৯,৯৬,১৭৮.৮৩</td><td>৮৫,০০০</td><td>২,৭৩,৪০,২৯৮.৩৭</td><td>৮,৩৬,৫৫,৮৮০.৪৬</td></tr>
<tr><td>২</td><td>রংপুর</td><td>০৮</td><td>৯৯</td><td>৬,৩৭,১৫,২০৩.১৯</td><td>২৫,০০০</td><td>২,৪০,২৭,৮০৮.৬২</td><td>৩,৯৬,৮৭,৩৯৪.৫৭</td></tr>
</table></td><td>সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় অনাদায়ী টাকা আদায়র প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।</td></tr>
</table>

৩	ঢাকা	০৮	৪০	৭,৭৩,০৯,৭৯৫.২৮	৫,২২,৩৭৫	৫৮,০৩,৫৩০.২৭	৭,১৫,০৬,২৬৫.০১
৪	খুলনা	০৩	২৫	২,৪৬,৫১,৫০৫.২১	০	৯,৪৩,৪২৫.৪০	২,৩৭,০৮,০৭৯.৮১
৫	চট্টগ্রাম	০৫	১৫	৪,৬৫,৮৪,৪৫২.১৯	০	৭,৫৮,৬৪০.০২	৪,৫৮,২৫,৮১২.১৭
৬	সিলেট	০২	০৫	২০,৫৪,৮০০.২২	০	৬,৭৪,৫০৮.৩০	১৩,৮০,২৯১.৯২
৭	বরিশাল	০১	০১	১০,৯৮,২৩৭.৫৭	০	০	১০,৯৮,২৩৭.৫৭
মোট		৩২	২৬৫	৩২,৬৪,১০,১৭২.৪৯	৬,৩২,৩৭৫	৫,৯৫,৪৮,২১০.৯৮	২৬,৬৮,৬১,৯৬১.৫১

চালকলগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ সরকারি টাকা অনাদায়ী থাকায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। অনাদায়ী টাকা আদায়ের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৬. পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণ	খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেন্ডিং তালিকায় ৫২টি অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এ তালিকা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-সচিব (তদন্ত) বরাবরে প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়। আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পেন্ডিং তালিকা সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তী সমন্বয় সভায় পেন্ডিং তালিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মর্মে সভায় সকলে মত প্রকাশ করেন।	(১) অভিযোগ তালিকা উপ-সচিব (তদন্ত) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। (২) সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সমঃওসং), খাদ্য মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(এ. এম. বদরুদ্দোজা)
সচিব